



40696 - তরল পদার্থ খাদ্যনালীতে ফরিয়ে আসা করিওয়া ভঙ্গরে কারণ

প্রশ্ন

আমি পাকস্থলীর অ্যাসিডে ভুগছি। যার কারণে অ্যাসিডযুক্ত তরল খাদ্যনালীর মুখে ফরিয়ে আসে। এটা করিওয়া ভঙ্গরে কারণ হিসেবে গণ্য হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পাকস্থলী থেকে তরল পদার্থ ফরিয়ে আসাটা মানুষের অনিচ্ছায় ঘটে। অনেক সময় মানুষ অম্লতা বা তিক্ততা খাদ্যনালীতেও অনুভব করে। কিন্তু সটো মুখ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে না। এমতাবস্থায় এটা রোয়া ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা তা মুখ পর্যন্ত বেরিয়ে আসেনি।

যদি মুখ পর্যন্ত চলে আসে তাহলে সটোর হুকুম কঐচ্চতি বমি (القيء) বা বমির (القئ) হুকুম। الفللس শব্দটির অর্থ কটে বলছেন: বমি। কটে বলছেন: সামান্য বমি; তথা যা পটে থেকে বেরিয়েছে কিন্তু এতে মুখ ভরে যায়নি। কটে কটে বলেন: তা হল পাকস্থলী ভরে যাওয়ার প্রকেষতিতে পাকস্থলীর মুখ থেকে যা বেরিয়ে আসে। [দখুন: ইমাম নববীর 'আল-মাজমু' (8/8)]

এর হুকুম হচ্ছে যদি মুখ দিয়ে বাইরে ফলে দেওয়া সম্ভব হওয়ার পরেও কটে সটোকে পটে ফরিয়ে নিয়ে তাহলে তার রোয়া ভঙ্গে যাবে। আর যদি বের করতে না পারার কারণে গলি ফলে তাহলে তার রোয়ার কোন ক্ষতি হবে না। দখুন: 12659 নং প্রশ্নোত্তর।

'আল-শারহুস সাগরি' গ্রন্থে (১/৭০০) (الفللس) সম্পর্কে বলেন: "যদি সটো ফলে দেয়া না যায় (গলা অতিক্রম না করার কারণে) তাহলে তার উপর কোনকিছু বর্তাবে না।"

ইবনে হায়ম তার 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৪/৩৩৫) বলেন: "গলা থেকে যে (الفللس) বের হয় সটো রোয়া ভঙ্গ করবে না; যদি না ব্যক্তি মুখে চলে আসার পরে এবং ফলো দেয়া সম্ভবপর হওয়ার পরেও ইচ্ছাকৃতভাবে সটোকে গলি ফলে।"

তিনি আরও বলেন (৪/৩৪৮):

"দাঁত থেকে নির্গত (الفللس) ও রক্ত গলাতে চলে না গেলে যে, রোয়া ভঙ্গ হবে না এ ব্যাপারে আমরা কোন মতভেদে জানি"



না। এমনকি যদি কোন মতভেদে পাওয়া যায় সটোর প্রতি কোন ভ্রুক্షপে করা হবে না। কোননা (কুরআন-সুন্নাহর) কোন টেক্সট এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হওয়াকে আবশ্যক করে না।"[সংক্ষপে সমাপ্ত]

মুয়াত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-মুনতাকা'-তে (২/৬৫) বলেন: "মালকে থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: রমযানের রোযাকালীন সময়ে যে ব্যক্তির সামান্য বমি মুখে চলে আসার পর সে এটাকে পুনরায় গলি ফলে তার উপর কাযা আবশ্যক হবে না। ইবনুল কাসমে বলেন: মালকে এ মত থেকে প্রত্যাভবর্তন করছেন। তিনি বলেন: যদি সামান্য বমি এমন স্থান পর্যন্ত চলে আসে যে, ব্যক্তি চাইলে এটাকে ফলে দিতে পারে; তদুপর গলি ফলে তাহলে তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যক হবে। শাইখ আবুল কাসমে বলেন: যদি জিহ্বাতে চলে আসার পরও কটে গলি ফলে তাহলে তার উপর কাযা পালন আবশ্যক হবে। আর যদি এই স্থানে পট্টহার আগে গলি ফলে তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না।"[সমাপ্ত]

'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে বলেন:

বমি বা (الفلس) মুখে চলে আসার পর যদি কটে সটোক গলি ফলে তাহলে তার রোযা ভঙ্গে যাবে; এমনকি সটো অতি সামান্য হলেও। যহেতে এর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। এটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ)।[সমাপ্ত]

'হাশিয়াতুল আদাওয়া' গ্রন্থে (১/৪৪৮) বমির হুকুম উল্লেখ করার পর বলেন: "(الفلس) বমির মত; যা পাকস্থলি ভরে যাওয়ার পর পাকস্থলির মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।"[সমাপ্ত]